যুগান্তর

তারিখ 16 JAN ০৩
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বইয়ের মান নির্ধারণে জাতীয় কমিটি গঠন করুন

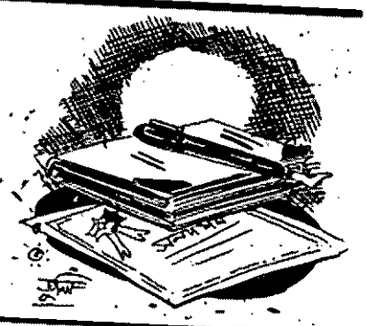

এ বছর ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'ঢাকা বই মেলা' এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে 'একুশের বই মেলা'। এ দুটি বই মেলায় আয়োজন এবং আন্তরিকতার কোথাও কোন কমতি থাকে না। তবুও যে বিষয়টি সবার অজান্তে থাকে তা হল যথাযথ সময়োপযোগী পরিকল্পনার অভাব।

বর্তমানে বই মেলায় সৃজনশীল বই খুব কম বিক্রি হয়। তরুণ-তরুণীদের সাময়িক আবেগপ্রবণ করে এমন বই বিক্রি হয় প্রচুর যা আমাদের জাতীয় মনের বিকাশের সহায়ক তো নয়ই বরং প্রতিবন্ধক। মেলায় প্রকাশিত বইগুলোর মান যাচাইয়ের কোন উদ্যোগ নেই। এ কারণে উঁচুমানের বই লেখক, প্রকাশক বেরিয়ে আসছেন না। বরং মানসম্মত নয় এমন লেখক-প্রকাশকরা লাভবান হচ্ছেন। পিছিয়ে পড়ছেন প্রতিভাবান সৎ ত্যাগী লেখকরা। আজকে নয়া শতাব্দীর সূচনায় এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় স্বার্থে একটি প্রস্তাব পেশ করছি। প্রতি বছর বই মেলায় প্রকাশিত যেসব লেখকের বই মানসম্মত হিসেবে স্বীকৃত হবে সেসব বই ও সেসব লেখক, প্রকাশক ও পাঠককে বিশেষ পুরস্কার ও পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা রাখা হোক। যেমন, প্রতি বছর মেলায় আয়োজক কর্তৃক প্রতি মানসম্মত বইয়ে (এক শ' টাকা, অথবা কমবেশি হতে পারে) এবং বিশেষ সনদপত্র প্রদান করলে, এক কোটি টাকায় একশ' সৃজনশীল বইয়ের লেখককে পুরস্কৃত, সম্মানিত ও পৃষ্ঠপোষকতা দান সম্ভব। এতে পরিশ্রমী, ত্যাগী ও অবহেলিত প্রতিভাবান লেখকদের প্রতিভা বিকাশের চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হবে। লেখকরাও লেখাকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। এতে সমাজ লাভবান হবে। সমাজে ফিরে আসবে শৃংখলা, ভদ্রতা ও শান্তি। অনুরূপভাবে সৃজনশীল বইয়ের ক্রেতাকে লটারির মাধ্যমে উৎসাহমূলক পুরস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলে সৃজনশীল বইয়ের প্রতি পাঠকের আগ্রহ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছবে। এতে উপকৃত হবে আজ ও আগামী প্রজন্ম তথা দেশ ও জাতি। প্রস্তাবিত বিষয়টি বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আলী আশরাফ খান
গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা